Tui Kakon

GARGI BHATTACHARYA

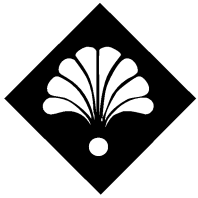

COPYRIGHTED MATERIAL

দুই কাঁকন

গার্গী ভট্টাচার্য

"Beware how you take
away *hope* from any human being."

Oliver Wendell Holmes,

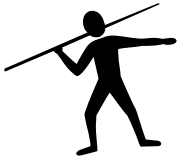

রীনাদি ও একগুচ্ছ পার্শ্বচরকে !

আর নামেই তো যায় চেনা ।

My website :

www.gargiz.com

My semi autobiography in 3 parts has been downloaded more than 60 million times .

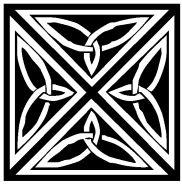

এই বইটি একটি কবিতার বই । কবিতা মঞ্জরী । কিন্তু আমি এই বইটি একটু ভিন্নস্বাদের সৃষ্টি করতে চাই । আমি এখানে অন্য একটি স্টাইলে অর্থাৎ ধরণে কবিতাগুলি লিখছি । কথ্য ভাষায় । আজকাল লোকে কবিতা পড়েনা বলে অনেকে অনুযোগ করেন তার একটা কারণ আধুনিক কবিতার ঘনঘটা । কবিতা দূর্বোধ্য হয় মননের অভাবে । কিন্তু এরা এমন মানুষ যারা সংস্কৃতি জগতের রথী/মহারথী । মননের তাদের কোনো কম্‌তি নেই । কিন্তু আধুনিক কবিতা বুঝতে অক্ষম । তাই আমি কথ্য ভাষায়, সহজ ভাবে লিখছি । দেখুন সাড়া জাগায় কিনা ।

আমি ব্যাক্তিগতভাবে জল পড়ে, পাতা নড়ে খুব একটা পছন্দ করিনা । কবিতায় চিন্তার খোরাক ভালোবাসি । কিন্তু সবাই তো ছন্দোবদ্ধতে ভাসতে ভালোবাসে । তাই অন্যরকমভাবে লিখে দেখছি অন্যরা উপভোগ করেন কিনা । ছন্দোবদ্ধ কিংবা ছন্দ -চুরমার হল মানুষের মনের আবেগে লালিত । **তাই কবিতাগুলির কোনো নাম আমি দিচ্ছিনা , কেমন ।**

তুই কাঁকন,

তুই কেয়ূর ,

তুই মণিহার ,

পায়ের নূপুর !

তুই একরাশ ভোরের শিশির ,

সন্ধ্যে তারার সুখ

চাঁদের জোছনা মেয়ে ।

তুই বোমা, রাইফেল,

অ্যাসিড, কেমিক্যাল

আর নিউক্লিয়ার সাঁঝ হোস্‌না ।

শয়তান ঠিক একটা রাস্তা খুঁজে নেবে- মোনালিসা

তুই ওদের কথায় কান দিস্‌না । নিজের কাজে মন দে ।

বরং তোর ভাঙা গীটার নিয়ে শিপ্রা নদীর তীরে

বসে থাকিস্‌ । আমি আসবো । তারপর সে এক যুগলবন্দী বাজিয়ে মনকে শান্ত করবো ।

আমরা শিল্পী মানুষ , তাই সরল ।

ঈশ্বর তো এখন সাঁজি নিয়ে পারিজাত ফুল পাড়ছেন

তাই এত হৈ-হল্লা ।

নাহলে কবেই শয়তানের ল্যাজ কেটে দিতেন ।

বেন এখন কাবাব খাবার জন্য মানুষ মারা শুরু করেছে ।

আমি ওকে চেপে ধরতেই বললো যে ওর চোখে ছানি
পড়েছে তাই ভালো দেখতে পায়না ।

ও তো শিকার করছে । আর আমি যাকে মানুষ বলছি , ও
শত শত শিশুর শব বলছি -

বেন তাদের ক্রমাগত শুঁকছে

শৃগাল আর হরিণের মাংস বলে ।

খালি আলোচনা আর কথা ।

এতে কোনো কাজ হবেনা ।

ওদের মারো ।

মারো ,

আরো মারো । আরো মারো ।

আরো মারো ।

মেরে একদম চামড়া খুলে, সিধে করে দাও । ঠিক একটা পাত্‌লা তামার পাতের মতন ।

এমন করে মারো যাতে ওদের আত্মা ফালাফালা হয়ে যায় ।

তবে যদি অন্যকে দেওয়া ব্যাথা ওরা বুঝতে পারে ।

ল্যাজে আমার বাঘ বাঁধা ;

এরকম বললেই --কেউ ভয় পাবেনা ।

কারণ তোমাকে এটাও দেখতে হবে

যে ল্যাজটা কার !

তুমি বাঘ বেঁধেছো , বলছো বটে

কিন্তু আদতে জানোনা যে ল্যাজটা স্বয়ং সূর্যদেবের ।

এবার কি করবে ?

মিথ্যে কথার একটা সীমা থাকা চাই ।

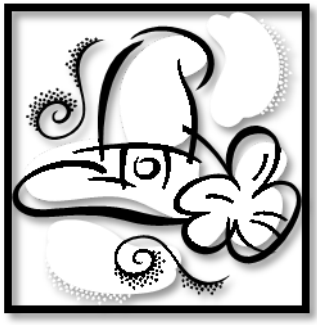

সময় বদলায় ।

যে আমার কাছের মানুষ ছিলো ,২০০ বছর আগে ,

আজ সে চরম শত্রু ।

শাপ শাপান্ত করার পরে,

আমি নিজে হাতে বিষাক্ত বল্লম নিয়ে

তার মজবুত দেহটা ফালাফালা করে ফেলে দিয়েছি যমুনায়,

যদি না পারতাম তাহলে

জাপানী সর্পের বিষ মামুশি দিয়ে

ওকে গলিয়ে দিতাম ।

বিশ্বাসঘাতকদের ক্ষমা নেই ।

সময় সব জানে ।

একদিন সে ছিলো আমার আপনার চেয়েও আপন।

তোমার পথটা কঠিন

এমন কথা তো কত শুনলাম ।

--- কাঠিন্যে কিছু মখমল

বা ফুলের পাপড়ি দিও ,

তুমিও তো মানুষ

তোমার দিল নেই ?

নাকি হাই রাইজে কেবল,

ডুবাই ফেরৎ দুলহান্ ?

আমি শকুন তুমি জানতে না ; তাই

বিয়ে করেছি বলে ভেবোনা আমি তোমাকে সতী সাজাবো
বন্ধুরা তোমাকে রান্না করবে অনেক অনেক বার

ক্যাটিনে, পার্টিতে কিংবা জলসায় ।

আমার কাছে তুমি নও সুরক্ষিত ।

আর যদি এইভাবে কিছু উপার্জন না হয়

তাহলে তোমাকে নগ্ন করে ঝুলিয়ে দেবো

অভিজাত বহুতলের বারান্দা দিয়ে ।

লোকে বাঁদর খেলা দেখার মতন তোমায় দেখে

অনেক অনেক ডলার, পাউন্ড দেবে ।ফেসবুক, এক্সে ।

আমি বড় গাড়ি কিনবো । বিলিতী সুরায় গলা ভেজাবো ।

টাক্সিডো পরে কোনো মিস্ উইনিভার্স !

এই না হলে জিডিপি , উন্নয়ন ?

শ্বেতকেতু মুণি করেন বিয়ে প্রচলন ।

অর্থাৎ ভালোবাসার আঁঠা দিয়ে মানুষে মানুষে সংযোজন ।

আর কেতু গ্রহর কাজ হল সংসার বিভাজন ।

এই ছায়াগ্রহ আপাদ মস্তক কৃষ্ণ বর্ণ ।

সাদাতে কালোতে নয় কোনো কিছুই,

প্রেমের জগতে আজ এত ধোঁয়াশা , দিল- জবাই আর

রক্ত ক্ষরণ ।

মাঝে মাঝে মনে হয়

সবই তো যাচ্ছে ফুরিয়ে , কিছুই তো হলনা করা

যত বয়স বাড়ছে শুনতে পাচ্ছি যমদূতের জীবনমুখী ।

এইভাবেই কেটে যায় এক একটি জীবন , প্রতিটি মানুষের ।

কলেজ থেকে বিয়ে তারপর শিশু রচনা আর পেনশনের কাগজ ।

আজকাল পাখির গানও আর ভালোলাগেনা ।

চাঁদের আলোতেও কান্না পায় ।

মনে হয় সবাই কত পর । কেউ আপন নয় । শুধু কদিনের বন্ধু আমার , এখানে, এই জগতে ।

অরণ্যের জংলী গোলাপের রূপ দেখে হিংসা হয় ভীষণ

ওর তো তবুও আগুনের মতন রূপ আছে

আমার তো রূপসী হওয়াও হলনা !

যমদূত জীবনমুখী থেকে এখন জ্যাজ বাজাচ্ছে

একরাশ শুন্যতা বুকে নিয়ে , সিম্ফোনির তালে

পা নাচাতে নাচাতে দেখছি ও ব্যাটা আর কত মিটার দূরে ড্রোন নিয়ে লুকিয়ে আছে ।

অন্যের পেয়ালায় বিষ ঢেলে না দিয়ে ঐ বিষ দিয়ে সাপ মারো । ইঁদুর মারো । বুনো জন্তু মারো যারা তোমার ক্ষতি করবে ।নিজেকে পদ্ম ফুলের মতন এমন ফোটাও যাতে লুকিয়ে থাকা সাপও ফণা না তুলে পদ্মের পাপড়ি হয়ে যায় ।

বিষ থেকে তো আজকাল কতনা ওষুধ হয় ।

আগেও হতো ।

ভেষজ শাস্ত্রে লেখা আছে । শুশ্রুত , জীবক ওরা জানেন ।

তোমার কাছে যা বিষ ; অন্য কারো কাছে অমৃত ।

তাই বিষকে অমৃত করো ।

ঢেলে দাও আর্তের সেবায় ।

দেখবে, তুমিও আনন্দকোষে ডুবে গিয়ে অবিনশ্বর হবে ।

ঘাতক মহামারীকে সুজলা সুফলা করাই মহাকাব্য

মহাভারত, রামায়ণ কেউ একদিনে লেখেনি ।

ঢেউ কি আদৌ হয় ?

ওর কেবল নামটাই সম্বল ।ও তো আসলে জলরাশি ।

বলে ঢেউ, নেই কেউ ।জলের ওপরে জল ।

আবার জল ।আরো জল । আঁকাবাঁকা জল ।

ত্যাছারা জল ।লম্বা জল ।চওড়া জল ।সোজা জল ।

গোল জল ।জলের নীচে জল ।

এরই নাম ঢেউ ।

আর তুমি এমনি এমনিই ওকে একটা চরিত্র আর

অসীম বলশালীর শিরোপা দিয়ে বসেছো ।

ওড়না কেবল লজ্জা ঢাকার জিনিস নয় ।

এক শিল্প ও প্রতীক চিহ্ন । দেখোনা কত চারুশীল ওড়না বাজারে ।

মধ্যপ্রাচ্যে ওকে বলে কেফ্‌ফিয়া

মানুষ ওকে শিমাও বলে থাকে ।

কেফ্‌ফিয়া ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের একটি চিহ্ন । আর শিমা কেজো ওড়না ।

ওড়না যোদ্ধারাও পরে । রৌদ্রছায়া ও ধূলোবালি থেকে বাঁচতে,

পাঞ্জাবী রমণী ওড়নায় রমণীয়

বাঙালী মেয়ের কাছে তা কেতাদস্তুর ।

এমনই ওড়নার সাতকাহন

কেউ মিহি ও শক্ত সুতোয় ওড়না বুনে করে জীবন নির্বাহ

এই হল চন্দন জরির ওড়না পাঁচালি

যা বহতা নদীর মতন ।

রাজনীতিবিদের কাজ হল জলরঙে ছবি আঁকা আর সেই ছবি
কেউ দেখে ফেলার আগেই, চট্‌পট্‌ মুছে ফেলা ।

একের পর এক ছবি আঁকা চলেছে পার্টি অফিসে ।

আর কর্মী মৌমাছিরা সেই চিত্র স্ক্যান করে সিডিতে তোলে ।

তারপর ফটোশপ করে করে, অনলাইনে বসে বসে

মায়া হরিণের মতন

সমাজে ; জাদুদন্ড দিয়ে

মায়াজাল বোনে ।

আজকাল এ-আই বাঘ এসেছে ।

সব কম্পিউটার মট মট করে ভেঙে খেয়ে ফেলছে ।

ওদের মায়াভূমে এমন লাফিয়ে পড়েছে যে নেতাদের ঘাড়ে
লম্বা লম্বা ইয়েলো কালো স্ট্রাইপ পড়ে গেছে ,

পালাবার উপায় নেই কারণ এ-আই এর মন নেই । কেবল
খাই খাই করে এই বাঘ ।

এবার ঠ্যালা বোঝো , জলরঙী শিল্পীর দল ।

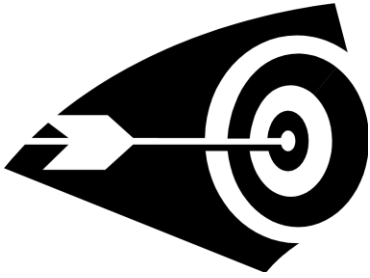

চাণক্য হওয়া সহজ নয় ।

উনি ছিলেন নীতিবাগীশ । দূর্নীতিবিদ্ নন ।

অর্থশাস্ত্র আর সমাজ শাস্ত্রের এই পন্ডিত

কত শত বছর আগে যা লিখে গেছেন তা আজও সত্য ।

যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত এই নীতি কি বিফলে যাবে ?

একটা আরাবল্লী কিংবা চম্বলের ডাকাতের নীতিকে কি করে চাণক্যের নীতি বলো ? ঠগবাজ আর পন্ডিত কি এক হল ? মানছি তস্করও অমর,

ভবানী পাঠকের মন্দির আছে

কিন্তু তাই বলে চাণক্য ?

সভ্যতা নামক অসভ্যতা যা আমার মাতৃভূমিকে ক্রমাগত ধর্ষণ করে চলেছে ,

আমার বোনেদের ও ভাইদের , তার থেকে কি মুক্তি নেই ?

আমার রাজপুত ও শিখ ভাইরা, বিপ্লবী বাঙালী , দ্রাবিড় ও কোঙ্কনি সমস্ত সন্তানেরা , তোমরা এগিয়ে এসো , তুলে নাও তরোবারি নিজ নিজ হাতে ।

সুরক্ষার দায় কারো নয় ।এরা মানুষ মারার ব্যবসায় নেমেছে ।কখনও সাধু হয়ে , শাপ দেবায় আছিলায় কখনা বা গরু ও বাঁদরকে ঠাকুর ডেকে ।

এরা আদতে নরমাংস লোভী পিশাচ ।

আমার কথা শোনো !তুলে নাও হাতে , মা ভবানীর রূপার খড়্গ , ভীষণ ভারী ঐ তরোয়াল !

এগিয়ে যাও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে , এইসব বকধার্মিকের লুকানো কুটিরের দিকে ;

কুচি কুচি করে দাও, আসুরিক প্রতিটি কোষের মাইটোকনড্রিয়া আর অজস্র

প্লেটলেট কণা , **ভাই আপনি বাঁচলে বাপের নাম ! তোমাদের বাঁচতে হবে তো ।।**

নারীকে এত সহজে কাবু করা যায়না ।

সন্তান জন্ম দেবার সময় অত্যন্ত জটিল জৈব সংঘর্ষ- দেহের অন্দরে । যাও , ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো গিয়ে । বাঁচাই প্রায় মুস্কিল । আগের যুগে দেখোনি

কতনা গুচ্ছ গুচ্ছ মা ;জন্ম দিতে গিয়ে মারা যেতো ?

এখন ধাইমা আর বিজ্ঞানের কেরামতিতে বেঁচে থাকে

নবজাতকের ফুলেল মায়েরা ।

জীবন এক যুদ্ধ ক্ষেত্র । পদে পদে যুদ্ধ । সেইসব নারী , যারা এত শত সন্তানের জন্ম দেন ও তাদের অসভ্য মানুষের কুচক্র ও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রেখে লালন পালন করেন তাদের এত সহজেই পাগলিনী ও নগর বধূ বলে অসম্মান করতে পারবে তুমি ?

আমার কিন্তু মনে হয়না ।

এমনি তো চুল পাকেনি আমার ।

বয়স আমার ৫৫ ছুঁই ছুঁই ।

আর আমিও নারী ।

সমাজ সেবা মূলক সংস্থা খুলে কাজ করছিলো আফরোজা
তবুও তার সব গেছে সে ইসলাম ধর্মের মানুষ বলে ।

সমাজ থেকে বিতারিত করেছে কিছু বিধর্মী মানুষ যারা
মনে করে তারা ঈশ্বরের দ্ত ও সবার ওপরে ।

শুধু ধর্ম ধর্ম করেই তাদের দিন কাটে ।

তারা প্রাত:রাশ করে ধর্ম দিয়ে ।

লাঞ্চ ও ডিনারে নানান ঠাকুর ভক্ষণ আর নেশাতুর রাতে
তাদের সঙ্গী হয় নক্ষত্রগণ , আকাশ থেকে হোমকুন্ডে নেমে
এসে । কারণ তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ ।

আফরোজা ক্ষুণ্ন হলেও কোনো কোর্টের দরবারে যায়নি ।

অবাক লেগেছে । যারা সেরা তারাই ওকে ক্ষমা করলো না
ধর্ম আলাদা বলে । ধর্ম তো সে নিজে বেছে নেয়নি ।

অথচ সে জন্ম নেবার পরই তার বাবার সাজানো কারখানা ,
ব্যবসাপত্তর ও বাস্তুভিটে সমস্ত গেছে ,

মেয়ে অপয়া , এমন হবে, ঠিকুজীতে লেখা ছিলো ।

তবুও বাবা সাধ করে মেয়ের এমন নাম রাখেন যার অর্থ
পিতার গর্ব ।

পরে লজ্জায় তা বদলে করে ফেলে আফরোজা ; এই মন্দ ধর্মের মেয়েটি নিজেই ।

কর্ণের গল্প সবাই জানে কিন্তু কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ব্যাতীত তেমন ফেমাস নন । আমি অবশ্যি যার কথা লিখছি সে এক দেশের শিখরে বসেন ।

হয়ত কুম্ভের ওপরে চড়ে বসেন কর্ণ, এই কুম্ভকর্ণ-ঁ এক্সট্রা উচ্চতার জন্য ।

লোকটি দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রা করেন শান্তির বাণী প্রচারে ।

ভারতের মহাত্মা গান্ধীর শান্তির বাণী, একটা ক্রেডিট কার্ড এ ভরে নিয়ে সব দেশে গিয়ে গিয়ে ফেরি করেন ।

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই । এই হল তার স্লোগান ।

যুদ্ধ নয়, শান্তি---------!!

যুদ্ধ নয়, শান্তি---------!!

যুদ্ধ নয়, শান্তি---------!!

আর পেছন পেছন যত্তসব এলোপাথারি মিলিটারি ট্রাক ,

বক্স ওয়াগন ,

প্রচন্ড বলশালী হামার ,

যা ভর্ত্তি কোটি কোটি

গ্রেনেড, হেভি মেশিন গান আর নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড দারুণ যতনে ।

ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালা হোক্ কিংবা মহুয়া ফুল ,

মহুয়া শব্দটা নেশা ধরায় । এক ঋষির আশ্রমে আমি মহুয়া গাছ দেখেছি যার বয়স নাকি ৪০০র ওপরে ।

আমি বটানিস্ট নই । যাচাই করিনি । কেবল শুনেছি ।

অগ্নিকন্যা মহুয়া মৈত্র অথবা আমাদের মাদুগ্গার মতন রূপবতী ও গুণী অভিনয় শিল্পী মহুয়া রায়চৌধুরী ;

এত শত মহুয়ার মাদকতায় আমরা মুগ্ধ ।

বনবাসী মানুষ আজও প্রথম আলোয় মহুয়ার রস দিয়ে ঔষধি জারণ করে ।

মহুয়া ফুল সুন্দর তাই চেয়ে থাকি ।

তামিল এক যশস্বী সন্ন্যাসীর জন্ম হয় এই মহুয়া বৃক্ষের নীচে ; দক্ষিণীরা এই গাছকে পবিত্রতার মুরতি বলে মনে করে ।তোমার ডিজাইনার রোদচশমাটা উল্টো করে পরো , দেখবে , যাদের ভাবছো মাতাল , এটসেট্রা এটসেট্রা ,

তারা আসলে কেউই তোমার মতন প্যারালাইজড্ ও নিউরোটিক্ নয় ।

পবিত্র পাপী কথাটা কখনো শুনেছো ?

বেনারসে গেলে মরার এত সেকেন্ড আগে সব পাপ ধুয়ে যায়

এই হয় সেই হয় ,এসব পুঁথিতে লেখা আছে কেবল ।

জীবন কোনো গ্রন্থ নয় ।

জীবন মানে বহতা নদী ও সত্যের দিকে প্রস্ফুটিত হতে
চাওয়া সেই পুষ্পের মতন অস্তিত্ব যাতে বিন্দুমাত্র কালি
লাগলে যারা ঐশ্বরিক তারা ক্ষুব্ধ হন ।

নিজের আত্মাকে খুলে ফেলো, পবিত্র পাপী হতে পারবে ।

শক্ত কিছু নয় ,রোজ তো অভিজাত জ্যাকেট খুলে গরীব
দু:খীকে ঠাট্টা করছো ।

আত্মা খোলার সময় এত ভয় কিসের ?

চুরি চামারি করে টাকা করেছো ।

রাতের অন্ধকারে রাতপোশাক খুলে

ওদের বাড়ি যাও,

দেখবে তোমার মতন পাপীকে সব্বাই ওয়াক থু করে

তোমার কুশপুত্তলিকা দাহ করে ।

**Prisons are built
with stones of Law, brothels with
bricks of Religion. (William Blake)**

THE END